দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...15 JAN 1996 ... ..
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭.....

গাজীর দরগাহ সিনিয়র মাদ্রাসা

প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগ

॥ রুকুনউদ্দৌলাহ ॥

যশোর, ১৪ই জানুয়ারি।– ঝিকরগাছা থানার গাজীর দরগাহ সিনিয়র মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল জামাত নেতা মাওলানা হাবিবুর রহমান মাদ্রাসার টাকা–পয়সা ও সম্পদ আত্মসাৎ, শিক্ষক নিয়োগে ভাওতা দিয়ে টাকা গ্রহণ ও জালিয়াতিসহ নানাবিধ অপরাধ একের পর এক করেই চলেছেন। দুর্নীতির দায়ে ইতিপূর্বে জেলও খেটেছেন।

গাজীর দরগাহ মাদ্রাসার –সরকারি মঞ্জুরির টাকা আত্মসাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার দুর্নীতির ব্যাপক কাহিনী ফাঁস হয়ে গেছে। তাছাড়া ম্যানেজিং কমিটির ১৩ সদস্যের মধ্যে ১১ জনের স্বাক্ষর জাল করার ঘটনাও ধরা পড়েছে। অভ্যন্তরীণ অডিটে এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। যা ইতিমধ্যে 'সংবাদ'–এর প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। এত কিছুর পরও প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে ম্যানেজিং কমিটি কোন ব্যবস্থা নেয়নি। কার্যত ম্যানেজিং কমিটি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কমিটির প্রায় সবাই জামাত দলীয় লোকজন।

গত ১৪ই ডিসেম্বর কমিটির এক সভায় ডাঃ ফয়জুর রহমান বলেন, যেহেতু তদন্তকালে তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার, স্বাক্ষরকাল ও অর্থ আত্মসাতের মতো ন্যক্কারজনক ৩টি অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে– তাই তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। তার এই প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানান গোলাম হোসেন, প্রাক্তন সাংসদ মকবুল হোসেন ও আবুল কালাম। কিন্তু পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ঝিকরগাছা থানা নির্বাহী অফিসার আবদুল কুদ্দুস ও সহ–সভাপতি ইসরাইল হোসেনসহ অন্য সদস্যরা অজ্ঞাতকারণে প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অমত প্রকাশ করেন।

জনশ্রুতি আছে থানা নির্বাহী অফিসার জামাতের লোক। সরকারি চাকরি করেন বলে পরিচয় গোপন রাখেন। আর ইসরাইল হোসেন প্রিন্সিপালের দুর্নীতির সহযোগী। তিনি মাদ্রাসা ফান্ড থেকে প্রিন্সিপালের সহযোগিতায় অবৈধ সুযোগ সুবিধে গ্রহণ করেন। তিনি পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে (কখনো সম্পাদক কখনো সহ–সভাপতি) ভাতা গ্রহণ করেন। যা সরকারি নিয়ম বহির্ভূত। তার এসব অবৈধ কাজের প্রতিবাদে তার বিরুদ্ধে একবার মাদ্রাসায় পোস্টারিং হয়। এ কারণে এর নেতৃত্ব–দানকারী কয়েকজন ছাত্রের ওপর তিনি অমানবিক নির্যাতন চালান। বিষয়টি তখনকার সভাপতি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পীর সাহেব মওলানা মফিজুর রহমানকে (মরহুম) ব্যথিত করে। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তৎকালীন ইউপি চেয়ারম্যান নূরুল আমিন দুদুর। চেয়ারম্যান পরদিনই অভিভাবক সমাবেশ ডাকেন। সমাবেশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রিন্সিপালের দুর্নীতির সহযোগী ইসরাইল হোসেনকে ঐ সময়কার কমিটি থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি ইসলামের সেবার নামে নিজের পেট সেবার পথ খুঁজতে আস্তানা গাড়েন ঝিকরগাছা থানার কুলিয়া গ্রামে। সেখানে খোলেন একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা। কিন্তু অর্থনৈতিক সুবিধা তেমন না হওয়ায় আবার ফিরে আসেন। এবার তিনি অভিভাবকদের বাড়ি বাড়ি ধরনা দিতে থাকেন। তার এ কৌশল সফল হয়। আবার ঢোকেন কমিটিতে। কমিটিতে ঢুকেই সেই পুরানো খাসিয়ত শুরু করেন এবং 'ভাতা' নামে প্রতিমাসে এক হাজার টাকা আত্মসাৎ করে চলেছেন। এসব অবৈধ ও বেআইনী সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। এক কথায় মওলানা হাবিবুর রহমান ও ইসরাইল হোসেনের যোগসাজশেই দুর্নীতি চলে। এ কারণেই ইসরাইল হোসেন কমিটি সভায় প্রিন্সিপালের পক্ষ অবলম্বন করেন। শুধু তাই নয় একদল বিক্ষুব্ধ অভিভাবক দুর্নীতিবাজ প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে গত ২৮শে ডিসেম্বর ইসরাইল হোসেনের বাড়ি ঘেরাও করে। অথচ আজ পর্যন্ত তিনি কোন উদ্যোগ নেননি।

মাদ্রাসায় একজন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল প্রার্থীর কাছ থেকে বাগিয়ে নেন ৮ হাজার টাকা। মাদ্রাসা উন্নয়নের নামে প্রার্থী ইউনুস আলীর কাছ থেকে এ টাকা নেন।

মাওলানা হাবিবুর রহমান দুর্নীতির দায়ে একবার জেল খাটেন। ১৯৭৪ সালে তিনি এই মাদ্রাসায় যোগদানের আগে একটি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সেখানকার চাকরি ছেড়ে দিলেও কারচুপির আশ্রয় নিয়ে তিনি ঐ স্কুল ও গাজীর দরগাহ মাদ্রাসা উভয় জায়গার সরকারি বেনিফিটের টাকা তুলতেন। ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। কুকর্মের শাস্তি হিসেবে তার জেল হয়।

এসব ঘটনা ছাড়াও মাদ্রাসা উন্নয়নের জন্যে এলাকাবাসীর কাছ থেকে তোলা মৌসুমী ফসল তিনি আত্মসাৎ করেছেন। ৫০ মণ ধানের মধ্যে ৪০ মণ আত্মসাৎ এবং মাদ্রাসা সংলগ্ন এতিমখানার টিন চুরি করার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ার ঘটনা এলাকায় এখন 'ওপেন সিক্রেট'।

প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবিবুর রহমান জামাতের একজন রুকন (সদস্য)। গত সংসদ নির্বাচনে তিনি যশোর–৫ আসনে (মনিরামপুর) জামাত দলীয় প্রার্থী ছিলেন। আগামী নির্বাচনেও একজন সম্ভাব্য প্রার্থী।

এদিকে জামাত রুকন প্রিন্সিপাল হাবিবুর রহমানের দুর্নীতি যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন ঝিকরগাছা জামাতের আমীর আরশাদুল আলম ও মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল জামাত রুকন বজলুর রহমান যৌথভাবে জেলা জামাতের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে চিঠি দেন। কিন্তু জেলা জামাত ব্যবস্থা না নিয়ে রহস্যজনক নীরবতা পালন করছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জামাত এ মুহূর্তে রাজি নয়। কারণ সামনে সংসদ নির্বাচন। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে যশোরে তাদের প্রার্থী সংকট দেখা দেবে। শুধু তাই নয় স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে এর প্রভাব পড়বে। গতকাল উক্ত দুর্নীতিবাজ প্রিন্সিপালের অপসারণের দাবিতে স্থানীয় জনসাধারণ থানা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।